96

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 20 APR 1998 ...
পৃষ্ঠা 8 কলাম 2

# পাবলিক পরীক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থা কার্যকর করুন

এসএসসি কিংবা এইচএসসি'র মতো পাবলিক পরীক্ষা শুরুর পরের দিনই ফলাও করে যে খবরটি প্রকাশিত হয় তা হলো নকল করার অপরাধে বহিষ্কৃত হওয়ার খবর। হাল আমলে এই খবরের সাথে আরো কয়েকটি যোগ হয়েছে। তাহলো প্রশ্নপত্র ফাঁস, নকলের সহযোগিতা করায় শিক্ষক বহিষ্কৃত, পরীক্ষার ব্যবস্থাপনার সাথে শিক্ষকদের জড়িত থেকে দুর্নীতি– যার ফলে পরীক্ষার্থীরা প্রবেশপত্র না পেয়ে পরীক্ষা দিতে না পারা এবং পরবর্তী পর্যায়ে ছাত্র, অভিভাবক ও শিক্ষকদের মধ্যে সংঘাত প্রভৃতি। এটা এখন বলা যায় পরীক্ষার সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। চলতি এসএসসি পরীক্ষায়ও এর কোন ব্যতিক্রম হয়নি।

দেশব্যাপী এসএসসি পরীক্ষা শুরু হয়েছে ১৬ই এপ্রিল। ১৭ই এপ্রিল খবরে প্রকাশ, প্রায় ৩ হাজার পরীক্ষার্থী নকল করার জন্যে বহিষ্কৃত হয়েছে। নওগাঁয় অসদুপায় অবলম্বনে সহায়তা করার জন্যে দু'জন শিক্ষককে বহিষ্কার করা হয়েছে। পরিচয়পত্র না পাওয়ায় ঠাকুরগাঁয় ৩ শতাধিক পরীক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিদ্যালয়ে হামলা চালিয়েছে। তারা পরীক্ষা দিতে পারেনি। দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দরে এক শিক্ষকের প্রতারণার কারণে ৫০ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিতে পারেনি। পরে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা সৈয়দপুরে ঐ শিক্ষকের বাড়ি ঘেরাও করে। একই ঘটনার কারণে নীলফামারীতেও ৩০ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিতে পারেনি।

পত্রিকায় খবর এসেছে রাজধানী ঢাকায় দেদারছে নকল হচ্ছে। প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার জোর গুজব রটেছে। ঢাকার নীলক্ষেত, মোহাম্মদপুর, তেজগাঁও, ডেমরা, ঢাকার বাইরে ফেনী, চৌদ্দগ্রাম, সীতাকুণ্ড এবং চট্টগ্রাম শহরে ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্ন হাতের লেখা আকারে বিক্রি হয়েছে ৪শ' থেকে ৫শ' টাকায়। ঢাকার বাইরে প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে ছাত্র এবং অভিভাবকরা ছুটে এসে এই প্রশ্নপত্র কিনেছে। পুলিশ অবশ্য ৫ জনকে গ্রেফতার এবং চার–পাঁচটি ফটোস্টাট মেশিন আটক করেছে।

এই হলো আমাদের পাবলিক পরীক্ষার সংস্কৃতি। এই সমস্ত ঘটনা পরীক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জ্ঞাতসারে সংঘটিত হয়েছে। বেশ কিছুকাল ধরেই এগুলো ঘটছে। কর্তৃপক্ষ জানে তা; কিন্তু কোন প্রতিকার নেই। আছে আনুষ্ঠানিকতা পালনের মতো কতগুলো বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা। পরীক্ষা শুরুর দু' একদিন আগে সরকারি কতিপয় আদেশ–নির্দেশ জারি করা হয়। স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ, শিক্ষকবৃন্দ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং পুলিশ প্রশাসন একটি সভা করেন। সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেন সুষ্ঠু পরীক্ষা গ্রহণের। কিন্তু এ পর্যন্তই। বছরের পর বছর গতানুগতিকভাবে বা বলা যায় দায়সারা গোছের এমন কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও অবস্থার কোন অগ্রগতি চোখে পড়ে না। নকল চলছে, উচ্ছৃংখল পরীক্ষার্থীরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক ভাঙচুর করছে। কেন্দ্রে কর্তব্যরত কর্মকর্তা ও শিক্ষকদেরকে আটক করে রাখা, গাড়ি ভাঙচুর করা, গালিগালাজ করা এমনকি শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করার ঘটনাও আজকাল ঘটছে।

সুষ্ঠু পাবলিক পরীক্ষা গ্রহণের সমস্ত আয়োজনই কি এখন নড়বড়ে হয়ে পড়ছে? তা না হলে ১৯৭৪ এবং '৭৫ সালে একেবারেই নকলমুক্ত সুষ্ঠু এসএসসি ও এইচএসসি'র মতো পাবলিক পরীক্ষা দেশবাসী যে প্রত্যক্ষ করেছিল তার আর কখনই পুনরাবৃত্তি হলো না কেন? নকলের এই ব্যাপকতা বন্ধ করা কি সত্যিই কঠিন– যদি কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছা থাকে? পরীক্ষা কেন্দ্রে কারা সক্রিয়, কোন্ কোন্ রাজনৈতিক শক্তির প্রত্যক্ষ আশীর্বাদে নকল হয় তা কর্তৃপক্ষের কি অজানা? তা হলে তারা প্রথম থেকেই উপযুক্ত সময়ে যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন না কেন? এসব আমাদের বোধগম্য নয়।

এখন তো নকলের প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ সুবিধা বেড়েছে। সংক্ষিপ্ত গাইড, যা হাতের মুঠোয় নেয়া যায়, তা প্রকাশিত হচ্ছে। এসব কি কর্তৃপক্ষের অজানা থাকার কথা! তাদের নাকের ডগায় কি হচ্ছে এসব! কই একজনকেও তো গ্রেফতারের সংবাদ আমরা পাইনি। প্রবেশপত্র নিয়ে যে দুর্নীতি তা কি কর্তৃপক্ষ একটু সচেতন হলেই বন্ধ করতে পারেন না? স্কুল ও কলেজ কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় স্থানীয় প্রশাসন একটু উদ্যোগী হলেই সমস্যার দুঃখজনক পরিণতি আর ঘটতে পারে না বলে আমরা মনে করি।

প্রশ্নপত্র ফাঁসের সাথে জড়িতদের কিংবা প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে এরকম গুজব ছড়িয়ে যারা টু পাইস কামিয়ে নিচ্ছে তাদের ধরে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হয়েছে, এ ধরনের কোন উদাহরণ আমরা এখন পর্যন্ত পাইনি।

মোটকথা এটা অস্বীকার করা যাবে না গোটা পাবলিক পরীক্ষার সমস্ত নিয়ম ও তার বাস্তবায়নের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার মধ্যে একটা ঢিলেঢালা ভাব, শৈথিল্য এবং গতানুগতিকতা কাজ করে চলেছে– যা কখনই সুষ্ঠু পরীক্ষা গ্রহণের অনুকূল নয়। সুতরাং এখানে প্রয়োজন সঠিক প্রস্তুতি এবং দৃঢ় অঙ্গীকারের। আমরা বিশ্বাস করি, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি যদি দৃঢ় হয় তাহলে অর্থবহ একটি সুষ্ঠু পাবলিক পরীক্ষা গ্রহণ মোটেই অসাধ্য নয়। আমরা এদিকটায় সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।